মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায়: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

নূর মোহাম্মদ*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের অতি ব্যবহৃত শব্দ। যা বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন রাষ্ট্র এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উন্নয়নের এ মহা উৎকর্ষকে পিছনে ফেলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইস্যুটি বিশ্বব্যাপী খবরের মূল শিরোনাম হয়ে আসছে। জঙ্গিবাদ হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা দল বা রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের উপর বা ধর্মের উপর অথবা তার জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আক্রমণ চালানো। একদিকে তা যেমন বিশ্ব শান্তিকে হুমকির মুখে দাঁড় করে দিয়েছে অন্যদিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সভ্যতার স্মৃতিসৌধকে। জঙ্গিবাদীদের নিত্যঘটিত ঘটনায় মানবসভ্যতা চাপা পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা। জঙ্গিবাদ যতটা ধর্মীয় সমস্যা তার চাইতে বেশি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সমস্যা। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের সক্ষমতা বাড়াতেই বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা জোরপূর্বক আদায় করে নেয়। অন্যদিকে উদীয়মান রাষ্ট্রের উত্থান ঠেকাতে তারা জঙ্গিবাদ ইস্যুকে ব্যবহার করে থাকে। তারা যুদ্ধ লাগিয়ে অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণ করে পাশাপাশি অস্ত্রের ব্যবসার প্রসার ঘটায় যা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বহুলাংশে উস্কে দিচ্ছে। ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, ঝগড়া-বিবাদ, কলহ, আত্মঘাতি হামলাসহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না। এর সঠিক কারণ নির্ণয় এবং প্রতিরোধের উপায় অনুসন্ধান-ই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ধর্ম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ- গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের শিক্ষাই ইসলামের নির্দেশনা। মহনবী সা. এর উদারতা, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার

* প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫, বাংলাদেশ।

ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে অগণিত মানুষ শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। অধুনা জঙ্গিবাদ মানবতাকে অক্টোপাসের ন্যায় ঝাপটে ধরেছে। এর থাবায় লাশের মিছিল বাড়ছে প্রতিনিয়তই, স্বজন-সম্পদ-সম্ভ্রমহারাদের গণবিদারী চিৎকারে পরিচিত আবহের ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটছে। সন্ত্রাসের কালো থাবা অবিরাম বিস্তৃত হলে মানবতা হুমকির সম্মুখীন হবে। এর দ্বারা হতে পারে ইসলামী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ রোধ এবং এ সকল দুর্বল দেশে তাদের সামরিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা একে কাজে লাগাচ্ছে। কখনো মুসলিমদের দ্বারা জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে মুসলিম বুঝে হোক না বুঝে হোক তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। আবার তারাই ঢালাওভাবে মুসলিমদের জঙ্গি হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রচার করছে। এর দ্বারা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের এ কর্মকাণ্ড ইসলামের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা যাচাই করা প্রয়োজন। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের জন্য তার কারণ, বিস্তৃতি আবিষ্কার করে করে পরবর্তীতে করণীয় বিভিন্ন উপায় আলোচনা করলে জঙ্গিবাদ দমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। যার মাধ্যমে জনগণ যথাযথ সুফল পাবে। তাই এই গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করা গেলে এদেশের জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিরোধের বাস্তব উপায় সর্ম্পকে অবগত হওয়া যাবে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের ভয়ঙ্কর থাবা ক্রমান্বয়ে বিস্তার করে চলেছে। বাংলাদেশে এর বিস্তারের জন্য গুটিকয়েক ব্যক্তি জড়িত। ক্রমাগতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং এর যথাযথ প্রতিকার করা না গেলে এদেশের মানুষ এক সময় চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। জঙ্গিবাদ নিয়ে কমবেশি গবেষণা হলেও সমাজে তা প্রয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ কম। তাই জঙ্গিবাদ থেকে জাতিকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এর প্রতিকার খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা অত্যাবশ্যক। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠান সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে কাঙ্ক্ষিত মানের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বর্তমানে এ বিষয়টি নিয়ে অনেক অপব্যাখ্যার প্রচলন হওয়ার কারণে ইসলামের সঠিক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। তা হলে এ সমস্যার সমাধান কোন্ পথে, সেটা বের করে আনাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রেক্ষাপটে "জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায়: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা সময় ও মানবতার দাবী। এমতাবস্থায় জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য এর কারণ খুঁজে বের করার পাশাপাশি ইসলামের নির্দেশনার মাধ্যমে যথাযথভাবে জনসচেতনা সৃষ্টি করা গেলে দেশ ও জাতি মুক্তির দিশা পাবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিচয়, বিস্তৃতির কারণ ও দমনে আমরা কী করতে পারি এবং ইসলামের কতিপয় নীতিমালা আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নির্মূলের একটি কার্যকর উপায় উদ্ভাবন সম্ভব হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য: জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ জানা।

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

১. গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক তথ্য জানা;
২. জঙ্গিবাদের কারণ অনুসন্ধান করা;
৩. জঙ্গিবাদের প্রভাব নির্ণয় করা;
৪. জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ঢাকা শহরের জনগণের ধারণা নিরূপণ করা;
৫. জঙ্গিবাদের ভয়াবহতা ও পরিণাম ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করা; এবং
৬. জঙ্গিবাদ দমনে কার্যকরী উপায় বের করা।

গবেষণার প্রশ্নাবলি

১. জঙ্গিবাদের কারণসমূহ কী কী?
২. জঙ্গিবাদ কী প্রভাব বিস্তার করে?
৩. জঙ্গিবাদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা কী?
৪. জঙ্গিবাদের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
৫. জঙ্গিবাদ দমনে উপায়সমূহ কী কী?

গবেষণা পদ্ধতি

অত্র গবেষণায় মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি (Mixed Approach) তথা গুণাত্মক (Qualitative Method) ও সংখ্যাত্মক (Quantitative Method) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১০০ জন মুসলিম ব্যক্তির উপর পরিচালিত হয়েছে। উক্ত গবেষণায় সংখ্যাত্মক (Quantitative Method) উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি এবং গুণাত্মক (Qualitative Method) উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণায় সংখ্যাত্মক (Quantitative Method) উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতি (Survey) এবং গুণাত্মক (Qualitative Method) উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ফোকাস দল আলোচনা (FGD) ও Key Informant Interview (KII) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপ পদ্ধতি (Survey) জরিপ সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা আর ফোকাস দল আলোচনা (FGD) ও কবু Informant Interview (KII) পদ্ধতি জন্য চেকলিস্ট (Checklist) ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস (Primary Source) গবেষণার উপাত্ত প্রদানকারীরা প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

জঙ্গিবাদ সম্পর্কে মোগাদ্দমা ও মার্সেলো (২০০৩) সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ঝোঁকের কারণ আবিষ্কার করেন। এতে তারা জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন কারণ সনাক্ত করেন এবং তা উত্তরণের উপায় বিশ্লেষণ করেন। পাশাপাশি জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সমস্যার নানান দিক এবং তা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জিং দিকগুলো পর্যালোচনা করেছেন। মার্সেলা (২০০৩) জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি সামাজিক অবিচার, কুসংস্কার, বঞ্চনা, দরিদ্রতা, হতাশা, বেকারত্ব, সামাজিক অসঙ্গতি-বিচ্যুতি, পরিচয়গত বিভ্রান্তি, বড় ধরনের ক্ষতি বা বিপর্যয় জঙ্গিবাদের মূল কারণ হিসেব সনাক্ত করেন এবং তাদের মনোঃসংযোগের কারণ ও তা নিরসনের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোগাদ্দমা (২০০৩) সামাজিক ও রাজনৈতিক হতাশা এবং দরিদ্রতার গ্লানির ক্ষোভ সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার জন্য ৫০% দায়ী হিসেবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতেই থাকে বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে তারা তাদের যে কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ অ্যাকশনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আব্দুল্লাহ (২০০৯) জঙ্গিবাদের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, জঙ্গিবাদের উত্থান, জঙ্গিফোবিয়া, জঙ্গিবাদ দমনের কৌশল তুলে ধরেন। অন্যদিকে তিনি চরমপন্থা বাদে শান্তিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। খান (২০১২) সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, কুরআন ও হাদীসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ, সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি, সন্ত্রাস প্রতিরোধে রাসূল সা. এর বিভিন্ন পদক্ষেপ বিস্তারিত আলোচনা করেন। অপরদিকে জিহাদ ও জঙ্গিবাদ এক জিনিস নয় তা নিয়ে এবং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড নিরসনের ইসলামী আইন প্রয়োগের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড সভ্যতার সৌধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে যা কখনো ইসলামের পথ হতে পারে না। জঙ্গিবাদ বিরোধী অনুকূল পরিবেশ ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার নানা পর্যায়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। খান (২০১৩) তিনি ইসলামের বিধান জিহাদকে সন্ত্রাস নামে চালিয়ে দেওয়ার কারণ এবং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে কারা জড়িত ও তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এর দ্বারা শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করার মূল কারণ ক্ষমতা দখল তা প্রমাণ করেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সা. এর বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী নিয়ে আলোকপাত করেন। জঙ্গিবাদ নির্মূলে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সার্বিক সমাজকল্যাণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ইসলাম (২০১৪), জিহাদ ও জঙ্গিবাদের পরিচয়, জিহাদের পর্যায়, প্রকারভেদ, স্তর, শর্ত, জিহাদ ও সন্ত্রাসের বিস্তর পার্থক্য তুলে ধরেন। নির্দিষ্ট গোষ্ঠী জিহাদের নাম দিয়ে ধুম্রজাল তৈরি করে বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়। জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা কোনভাবেই জিহাদ হতে পারে না। বরং প্রগতিশীলতার নামে ইসলামকে অবমাননা, শান্তির ধর্ম ইসলামকে জঙ্গিবাদী ধর্ম হিসেবে ঘোষণা জঙ্গিবাদের পথ উস্কে দিচ্ছে এছাড়া এর জন্য তিনি কূপমণ্ডুকতা, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবকে এর কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায়: ইসলামী দৃষ্টিকোণ শীর্ষক শিরোনামে কোন গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। উপরোক্ত সাহিত্যগুলো থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে

প্রস্তাবিত প্রবন্ধের সাথে কোন মিল নেই এবং এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণায় জঙ্গিবাদ সম্পর্কে প্রতিকারের উপায় ও সমাধানের পথ **এবং** সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে নি। "জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায়: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" প্রবন্ধটি একটি নতুন তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতা যোগ করবে।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদীর মূল হলো জঙ্গ। এটি ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমুল কলহ, লড়াই, প্রচণ্ড ঝগড়া (শরীফ, ১৯৯৬)।

ইংরেজীতে বলা হয় Terrorism, (Ali: 1994), Militant, Militancy কিংবা Military activities. (আলী, ২০০০)

অন্য মতে, Extreme fear, the use of Organized intimidation terrorism. (*Ilustrated Oxford Dictionary,* 2006)

Oxford Advanced Learning Dictionary তে বলা হয়েছে favoring the use of force or strong pressure to achieve ones aim. (Hornby, 1995)

আরবী ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো إرهاب 'ইরহাব'। (রহমান, ২০০৯)

এর অর্থ ভীত হলো, ভয় পেলো ইত্যাদি (আল-মিসরী, তা.বি.)। এর অন্য প্রতিশব্দ হলো তাখভীফ। (মুসতাফা, তা.বি: পৃ. ৩৭৬)

তথা ভীতিপ্রদর্শন, শঙ্কিতকরণ, আতঙ্কিতকরণ। (রহমান, ২০০৯)।

জঙ্গিবাদ এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো সন্ত্রাস। সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা ত্রাস শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা (হক, ১৯৯২)। আর সন্ত্রাস অর্থ হলো মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয় (লাহিড়ি, ২০০০)।

সন্ত্রাস হলো কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা (হক ও লাহিড়ি, ২০০০)।

অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ (বিশ্বাস, ২০০৪)।

ভীতিজনক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ। (আহমদ, ২০০৮)

যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বা বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। (ভট্টাচার্য, ১৯৯৮)

ইংরেজীতে কুরআন মাজীদে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সমার্থক পরিভাষা হিসেবে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দ দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। (আল কুরআন, ২: ১১ ও ১৯১)

ফিতনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি। ফাসাদ অর্থ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লড়াই, ঝগড়া বা এমন কাজ যাতে মানুষের সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। (মাদখালী, ১৪১৮ হি.)

জঙ্গিবাদ হলো সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, বিভীষিকাপন্থা, সহিংস আন্দোলন, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদি। (উদ্দিন, ২০০৯)।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI এর মতে Terrorism is the unlawful use of force or violence against person of property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment thereof in furtherance of political or social objectives. (নোমান ২০১৬: ১৪)

যায়েদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনে হাদি আল মাদখালি বলেন, ইরহাব জঙ্গিবাদের একটি প্রতিশব্দ, যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে শামিল হচ্ছে—নিরাপরাধ নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রমহানি করা, মুসলিম জাতির ঐক্যের ফাটল সৃষ্টি করা বা একতা বিনষ্ট করা। (উসারা, ২০০৪)।

আল-মাওসু আহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ইরহাব (সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা। (আব্দুল্লাহ, ২০০৩) ১৯৮৯ সালের আরব দেশ সমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে,

> সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি-আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, পনবন্দী, বিমান ও নে. জাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাও সন্ত্রাসবাদ। (লুয়াইহিক, ২০০৪)

মোটকথা জঙ্গিবাদ অর্থ যোদ্ধা, যুদ্ধ সংক্রান্ত বা মারমুখো আচরণ। (বিশ্বাস, ২০০৮) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি।

গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা

আর্থ-সামাজিক, জনমিতিক তথ্য

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৯% পুরুষ এবং ২১% মহিলা। এদের সবাই ইসলাম ধর্মের অনুসারী। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭% মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং ৩৩% সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থী। ধর্মীয় ধারণায় ধর্মানুশীলনে পরিবারের প্রকৃতি জানার জন্য চারটি বিকল্প উত্তর সংযোজন করেছি। তাদের নিকট জানতে চেয়েছি তাদের অর্থনৈতিক আয়ের উৎস সম্পর্কে। তাদের মধ্যে কৃষিজীবী ৯%, ব্যবসায় ২৮%,

চাকুরি ৪৬%, বেকার ও অন্যান্য ১৭%। তাদের নিকট আরও জানতে চেয়েছি, তাদের ধর্মভীরু পরিবার কি-না। ৪৩% ভাগ সাক্ষাৎকারদাতা জানিয়েছেন, তাদের পরিবার ধর্মভীরু। তাদের সাথে সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে জেনেছি ধর্মভীরুতা বলতে নামায, রোযা, হজ, যাকাতকে তারা গণ্য করে থাকেন। পরিবারের প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, পরিবারগুলো ধর্মীয় আচার-আচরণের পাশাপাশি সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতিগুলোও অগ্রাধিকার পায় কি-না। অর্থাৎ পরিবারে যেমন ধর্মকে অবজ্ঞা করা হয় না আবার সমাজকেও বাদ দেওয়া হয় না। পরিবারগুলো এমন কিনা, যেখানে ধর্মীয় বিধির সাথে সামাজিক আচরণ ও ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়। ৫৬% সাক্ষাতকারদাতা জানিয়েছেন তাদের পরিবারগুলো এরকম। সাক্ষাতকারদাতাদের কেউ বলেননি তারা ধর্মবিদ্বেষী। অর্থাৎ ধর্ম পালনে নিষ্ঠাবান না হলেও ধর্মের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ ও আচরণ তারা ধারণ ও লালন করে থাকেন। সাক্ষাতকারদাতাদের ২% ভাগ অবশ্য তাদের পরিবারের প্রকৃতি নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারে নি। অর্থাৎ তাদের পরিবার ধর্মভীরু বা ধর্মবিদ্বেষী নয়।

জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কারণ ও প্রভাব

৮৮% উত্তরদাতাদের মতে জঙ্গিবাদের দায় সাম্রাজ্যবাদীদের। অর্থাৎ তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো জঙ্গিবাদের তকমা দিয়ে সে দেশ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। যে সকল দেশে জঙ্গিবাদ সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের শাসকদের বুঝতে হবে এটা ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি, ইয়াহুদী গোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকদের ষড়যন্ত্র, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও মুসলিদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য তারা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই তাদের পাতা ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। তাই আমাদের পাড়ায় মহল্লায় গণসচেতনতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি তৈরি করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহন করা। অন্য এক সম্পূরক প্রশ্নের ৬৮% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কারণগুলো হলো: শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসের অপূর্ণতা, ধর্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যতা, হতাশা, বেকারত্ব, পারিবারিক দৌরাত্ম্য, ইসলামের নামে অপপ্রচার ইত্যাদি। ৩% ভাগ জানিয়েছেন ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা। ১৩% জানিয়েছেন এটা ইসলামের নামে অপপ্রচার। আর ২% জানিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যতা। আর ১৪% আলাদাভাবে জানিয়েছেন পারিবারিক দৌরাত্ম্য। ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে কোন মুসলিম জড়িত হতো না। আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না। (মুসলিম: তা.বি)

জঙ্গিবাদ প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে জঙ্গিবাদের কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং তার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ থেকে পরিত্রাণের উপায় আবিষ্কার করা

সম্ভব হবে। বর্তমানে জঙ্গিরা ও তার অনুসারীরা যে ধরনের নৃশংস, বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তার কারণে ধর্ম হিসেবে ইসলামের বদনাম ছড়াচ্ছে, মুসলমানরা বিব্রত হচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মুসলিম তরুণেরা কোন্ মোহজালে পড়ে এ রকম বিপথগামী ভ্রষ্ট, নষ্ট পথে এগিয়ে যাচ্ছেন? তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত যে সকল কারণে জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসের অপূর্ণতা: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসাসহ পুরো শিক্ষাঙ্গনে যে কারি-কুলাম আছে, সেখানে অনেক কিছুর ঘাটতি আছে। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট নয়। এমনকি ধর্মীয় বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশকে কখনো খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন সব বই পড়ানো হচ্ছে যা মানুষকে মূল ধর্ম থেকে সরিয়ে জঙ্গিবাদে লিপ্ত হতে শেখাচ্ছে কাজেই আমাদের শিক্ষা কারি-কুলামে কী কী ভুল আছে তা দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে।

২. পারিবারিক দৌরাত্ম্য: বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক পরিবারের নবীন সদস্যদের সাথে বয়স্ক সদস্য যেমন দাদা-দাদী, মা-বাবার দূরত্ব বেড়ে গেছে। বাবা-মার ব্যস্ততার কারণে এখন আর শিশুদের বিষয়ে সেইভাবে খোঁজ-খবর তদারকি এবং ভালোবাসার যে ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আবহমান বাংলায় চালু ছিল তা শিথিল হয়ে পড়েছে। ধনীদের সন্তান লালন-পালন করার দায়িত্ব ন্যস্ত হচ্ছে কাজের লোকের উপর যার কারণে তাদের মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে না বলেই হীনমন্যতায় ভোগে। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও মমত্ববোধ, ধনীর প্রতি গরীবের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অন্যায়ের শিকার নিরীহ মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্প্রসারিত অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে পারে। আর এটিই ইসলামী শিক্ষা। (হক, ২০০৪) এ সুযোগে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের দেশি-বিদেশী জঙ্গিগোষ্ঠী তাদেরকে টার্গেট করে কখনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মগজ ধোলাই করে পুরো জঙ্গি হিসেবে তৈরি করে।

৩. ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব: জঙ্গিরা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই অপরিপক্ক নয়; ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে আল্লাহর আইনের জ্ঞানে অপরিপক্ক। ফলে তারা এমন কিছু পেতে চায় যা পাওয়া সম্ভব নয়। তারা অলীক কল্পনায় বিভোর থাকে এবং বাস্তবতাকে বোঝে অপ্রকৃতভাবে। তারা তাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ধারণামতে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেয়। জঙ্গিরা চায় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করে দিতে। পাল্টে দিতে চায় তাদের দুঃসাহস, বীরত্ব ও আত্মোসর্গের মাধ্যমে যাতে মূল্যবান প্রাণের বেশী

কুরবানী হয়। তারা ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং মৃত্যুকে ভয় পায় না। চাই তা তাদের হউক কিংবা অন্য কারো হউক।

৪. তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার: তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় যে ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেই রকম পরিবর্তন আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হচ্ছে না। এক্ষেত্রে এক ধরনের স্থবিরতা কাজ করছে। পরিবারের বয়স্ক নাগরিকদের সাথে তরুণদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। ফলে তারা অপসংস্কৃতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আবার কখনো তারা বিভিন্ন সামাজিক ওয়েবসাইট দ্বারা আর্থিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ফোবিয়ায় আকৃষ্ট হয়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়ছে। ৬৯ শতাংশ ছেলে-মেয়ে স্বীকার করেন যে, তাদের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে তাদের মা-বাবার সর্বক্ষণ ঝগড়া লেগে থাকে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী পারিবারিক সম্পর্কেরও অবনতি ঘটছে। এদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ সারাক্ষণ ইন্টারনেটে বসে কী করে তা তাদের মা-বাবা এমনকি সচরাচর বন্ধুদেরকেও বলে না। (রফিক, ২০১৭)

৫. বেকারত্ব ও অজ্ঞতা: অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবক যারা হতাশায় ভোগেন তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বুঝানো হয় এরূপ সহিংসতার মাধ্যমে তাড়াতাড়িই কষ্ট ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি এরূপ কর্মের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোটকথা তাদের মধ্যে হতাশা, নিগ্রহ ও অপমানবোধ সৃষ্টি করছে, যা দেশে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। (নাইক গ্রহাস, প্রাগুক্ত, সংক্ষেপিত)

৬. অধিক অর্থলাভের চেষ্টা: অল্প শ্রম ও অল্প সময়ে বেশি অর্থ লাভের আশায় অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জনের জন্য যে কোন কাজ করতে পারে। যেমন– মানুষ হত্যা কিংবা বোমা ও গ্রেনেড তৈরি করে অধিক অর্থলাভ করা। এছাড়া বোমা তৈরির সরঞ্জামাদির সহজলভ্যতা, বিনা বাধায় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বেআইনী কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া গতি সৃষ্টি হয়।

৭. ধর্মীয় ফোবিয়া: যাদের জন্য তারা যুদ্ধ করছে, সেই জনগোষ্ঠীর কোন সদস্য বা অংশবিশেষের ওপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হলে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করে এবং ওইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলার চেয়ে সরাসরি 'অ্যাকশন' গ্রহণকে উত্তম মনে করে। তারা বিশ্বাস করে সফল হলে সামাজিক, মানসিক ও ধর্মীয়ভাবে পুরস্কৃত হবে (পরকালে বেহেশত নিশ্চিত)। হফম্যানের মতে, প্রাচীনকালে ভারতে সন্ত্রাসীরা কালি দেবতার নামে ধর্মান্ধ ইহুদীদেরকে হত্যা করেছিলেন। (হফম্যান, ২০০৭)

৮. হতাশা: যারা বিচ্ছিন্নতায় ভোগে, ক্রোধান্বিত থাকে ও নিজেদের অধিকার বঞ্চিত মনে করে ফলে তারা ক্রমান্বিতভাবে নৃশংস হয়ে ওঠে। তারা বিশ্বাস করে যে বর্তমানে

প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের পক্ষে প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। দুনিয়াবি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, কোন কিছু না পাওয়ার হতাশা কিংবা বস্তুবাদের অন্তঃসারশূন্যতা মানুষকে আত্মহননের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এতে করে তুলনামূলক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাও জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা গড়ে ওঠে।

৯. জিহাদ বিষয় অপপ্রচার: অনেকেই জিহাদ বলতে Holy war বা পবিত্র যুদ্ধ বা Religious war বা ধর্মযুদ্ধ Crusade বলে অভিহিত করেন। এবং ইসলাম বিদ্বেষীরা জিহাদের ব্যবহার দ্বারা মূলত ইসলামকে সন্ত্রাসীর বা জঙ্গিদের ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করতে চান। তারা বুঝাতে চান জিহাদ মানেই জোরপূর্বক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা চাই তা কাউকে হত্যা করে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে। জঙ্গিরা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে অজ্ঞতাবশত অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে নিজেদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেই জিহাদ বলে চালাচ্ছে এবং তা সকল মুসলিমের ওপর ফরয ও অবশ্য কর্তব্য বলে প্রচার করছে।

১০. কতিপয় আয়াতের অপব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।" (আল কুরআন, ৫: ৪৪)

এ আয়াতের অপ-ব্যাখ্যায় তারা বলে, যে দেশে শরীয়তের আইন নেই, মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য পরিচালিত হয় তাদের কেউ মুসলিম নয়। তারা কাফির মুরতাদ। তাই তারা অজ্ঞতাবশত তাদের হত্যা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা ফরয মনে করে। জঙ্গিরা আরো মনে করে, যে সকল মুসলিম দেশে কুরআনের আইন ব্যতিরেকে কোন একটি আইন মানব রচিত হয়, আইন যারা করবে তারা কাফির আর যারা অনুসরণ করে তারাও কাফির। এর দ্বারা সন্ত্রাসীরা তারা মুখে আল্লাহর আইনের কথা স্বীকার করলেও বাস্তবে তারাই আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে।

১১. নেতার আনুগত্য: এছাড়া সন্ত্রাসী বা জঙ্গিরা তাদের দলীয় ইমাম বা নেতার আনুগত্য করাকে ফরয মনে করে। তাই তারা নেতার আদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। তারা তাদের নেতাকে অন্ধ অনুসরণের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের গুরুত্ব স্বীকার করে না। অথচ মানবতার জন্য যা কল্যাণকর নয় বরং ক্ষতিকর ইসলামে তা নিষিদ্ধ। এ কারণেই ইসলামে অন্ধভাবে অহেতুক আনুগত্যকে হারাম ঘোষণা করেছে।

১২. অমুসলিম শাসক: জঙ্গিরা অমুসলিম শাসকদের হত্যা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইমানের দাবি বলে মনে করে এবং যারা এ যুদ্ধ সমর্থন করে না তারা কাফের বলে গণ্য করে এবং তাদেরকেও হত্যা করা বৈধ মনে করে। তাদেরকে হত্যা করতে পারলেই জান্নাত তাদের জন্য নিশ্চিত হয়ে যায় বলে ধারণা করে। কাউকে কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য করা আর তাকে হত্যা করা এক বিষয় নয়। তারা কখনো কখনো মুসলিমদেরকে কাফির বলেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা তাদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা করার বৈধতা দাবি করেছে। অথচ ইসলামে এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। অমুসলিম শাসকেরা আল্লাহরই সৃষ্টি হযরত আদম আ. এর সন্তান। কুরআনের ঘোষণা, يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।" (আল কুরআন, ৫: ১)

১৩. মুসলিম শাসক: জঙ্গিদের ধারণা ইসলামী ভূখণ্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে পাপিষ্ঠ কাফের শাসকবর্গ। তারা মুসলমানদেরকে শাসন করছে ইয়াহুদি-নাসারাদের বিধান দ্বারা। তারা আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করছে। সুতরাং এ শাসকবর্গ কাফের। আর এটা পূর্বসুরিদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিটি মুসলমানের ওপর ওয়াজিব হলো, নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জানমাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা (নাবীল: ১১৩)। অথচ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা না থাকলে মুসলিম শাসকদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করা তো দূরের কথা কোন অমুসলিমকেও হত্যা করা বৈধ নয়।

এ ক্ষেত্রে কুরআনের হুঁশিয়ারি বাণী হলো:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

"যে একজন মানুষকে হত্যা করেছে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করেছে, যে একজন মানুষকে রক্ষা করেছে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করেছে।" (আল-কুরআন, ৫: ৩২)

১৪. ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যতা: আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের সঠিক ইসলামী জ্ঞান নেই বললেই চলে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যতগুলো জঙ্গি ধরা পড়েছে কেউ কেউ তাদের মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হওয়ার কথা বলেছেন। আসলে বিষয়টি এমন নয়। ইসলামী জ্ঞানের সাথে সমন্বয় থাকলে ব্যাপারটি এমন হত না। ইসলামী শরীয়ার লক্ষ্য বোঝার ক্ষেত্রে দুর্বলতা (www.murajaat.com/ reaserches_files/205.doc) এবং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে হক নাহক যাচাই-বাছাই না করে ঐ জ্ঞান গ্রহণ করা। তারাই

শাসকগোষ্ঠী, সরকার, আলিম বা জ্ঞানীদের এক দলকে কাফির মনে করে। এ কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থের লোভে জঙ্গিবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

১৫. দ্বীনের বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যা: জঙ্গিরা দ্বীনের বিজয় বলতে বুঝায় সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্রভাবে ইসলাম থাকবে; অন্য কোন ধর্ম থাকবে না। চাই তা মানুষ হত্যা করে বা প্রভাব খাটিয়ে। তাদের ধারণা তারাই সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং ইসলামকে কেবল তারাই প্রতিষ্ঠা করবে কারণ তারাই কেবল সঠিক দল বাকিরা ভ্রান্ত। অথচ দ্বীন বিজয়ে কোন প্রভাব খাটানো বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.

"তাদেরকে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। কারণ তুমি তো কেবল একজন উপদেশকারী মাত্র। তুমি তো তাদের ওপর বলপ্রয়োগকারী নও।" (আল কুরআন, ৮৮: ২১-২২)।

১৬. জামাআত ও বাইআত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা: জঙ্গিবাদীদের ধারণা তারাই ইসলামের সঠিক দল, জামাআত দ্বারা তাদের ঐকবদ্ধতাকে বুঝানো হয়েছে। আর জামাআত এর বিপরীত হলো ফিরকা অর্থাৎ দল বা গ্রুপ। যারা তাদের অনুসারী নন তারাই বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারী, তাদেরকে হত্যা করে হলেও তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে।

অথচ মহান আল্লাহ বলেন:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

"তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।" (আল-কুরআন, ১০৯, ৬) সুতরাং বলা যায় ধর্মের ভিন্নতা আল্লাহর ইচ্ছারই অংশ। তাই কোন ধরনের প্রভাব খাটিয়ে জোর করে কাউকে দ্বীন গ্রহণে বাধ্য করা হারাম। এভাবে তারা বাইআতের ভুল ব্যাখ্যা করে। বাইআত হলো আনুগত্যের শপথ, এর দ্বারা জীবন উৎসর্গ করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে। আর যারা তাদের আনুগত্যে অংশগ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ ইসলাম তা সমর্থন করে না।

১৭. এথ্নো জাতীয়তাবাদ: জঙ্গিবাদের মূল কারণ মূলত দুটি: সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচার এবং উগ্র বিশ্বাস। এথোনিক জাতি-গোষ্ঠীর স্বাধিকার, স্বাধীন রাষ্ট্র বা অন্য কোন দাবি বাস্তবায়নের লক্ষে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। ইনসাইড টেরোজিম-এর লেখক ব্রুস হফম্যান এর মতে, সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর দুর্বলতার সুযোগে উক্ত গোষ্ঠীগুলো উৎসাহিত হয়েছে। ইরগান আবু লিউমি নামক এক ইহুদী ফিলিস্থিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। (নাইক গ্রুহাস, ২০১৫)

১৮. হক ও বাতিল যাচাই না করে জ্ঞান অর্জন করা: হক জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, ইসলামী শরিয়ত ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকার কারণে দ্বীনের অনেক বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর বলেন: খারেজীরা দ্বীন সম্পর্কে বাতিল ধারণা পোষণ করতো। যারা আলী (রা.) এর দল থেকে বের হয়ে তাকে হত্যা করেছিল। তারা শরীয়তের দলিলসমূহকে ভ্রান্তভাবে বুঝতো যা সাহাবাগণ (রা.) বুঝের সম্পূর্ণ বিপরীত। (বদর, ২০০৩)

১৯. নির্ভরযোগ্য আলেমদের নিকট জ্ঞানার্জন না করা: নির্ভরযোগ্য যার জ্ঞান নেই সে অপরিপক্ক। সে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী ঠিকই হয়, কিন্তু জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সে দ্বীনের একক বিষয়গুলোকে "মুহকামাত" তথা সন্দেহহীন বিষয়গুলোর সাথে, আর অনির্ভরযোগ্য বিষয়গুলোকে নির্ভরযোগ্য বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারে না। সে পরস্পর বিরোধী দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তারজীহ তথা অগ্রাধিকার দানের কৌশল রপ্ত করতে পারে না। (কারযাভী, ১৪১২ হি.)

তাদের অজ্ঞতা ও বিদ্যা-বুদ্ধিও স্বল্পতার কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ কাজে আসমান-জমিনের প্রতিপালক তুষ্ট হবেন। কিন্তু তারা জানে না যে, এটা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অধিক ধ্বংসাত্মক, মারাত্মক ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। বহিষ্কৃত ইবলিস এ কাজে অনুপ্রাণিত করে। (কাসীর, ১৯৮৮)

২০. ধর্ম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা: যে কোন ধর্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে চরমপন্থার উদ্ভব ঘটতে পারে। আর ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রচারকে নস্যাতের পাঁয়তারা করে, ইসলাম প্রসারের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে তখন জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা না থাকা বা দাওয়াতদানে প্রতিবন্ধকতা চরমপন্থা উৎপত্তির কারণ হতে পারে। (কারযাভী, ১৪১২ হি.)

মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্কসবাদ, লিবারোলিজম ইত্যাদি মতবাদের প্রবক্তারা যখন স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পায় এবং মুসলিমগণ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন চরমপন্থা জন্ম নেয়। (কারযাভী, ২০০৪)

২১. মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ: খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু কিংবা অন্য যে কোন ধর্মের লোকেরা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড করে থাকলে তখন তাদেরকে বলা হয় না সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদী ধর্ম অথচ মুসলমানদের মধ্যে কেউ জঙ্গিবাদী কাজ করলে উপস্থাপন করা হয় ইসলাম সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম। প্রাচ্যের, প্রতিচ্যের, উত্তরের মুসলিম দেশগুলোতে এবং তাদের পবিত্র স্থানগুলোতে ন্যাক্কারজনক হামলা ও আক্রমণের শিকার হচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো অপ্রকাশ্যে যেসব যুক্তি ও যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ফলেও জঙ্গিবাদের উদ্ভব ঘটতে পারে।

২২. পছন্দ অনুযায়ী দলিল গ্রহণ করা: জঙ্গিরা কুরআন ও হাদীস থেকে তাদের পছন্দের ও তাদের পক্ষে সহায়ক এমন কতিপয় দলিল উপস্থাপন করে। আর যেগুলো তাদের মতের বিপক্ষে সেগুলোকে কখনো মানসূখ বা রহিত আবার হাদীসের ক্ষেত্রে মাওযু বলে বাতিল করে। তারা এসব দলিল দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হয়। কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় পছন্দ-অপছন্দ নির্ভরতা জঙ্গিবাদের একটি কারণ। বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ করে না। তারা বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণেও মুতাশাবিহ দলিলের উপর নির্ভর করে। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মূল্যায়নে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে, মুমিন বা কাফির প্রমাণে মারাত্মক ভ্রান্তিতে উপনীত হয়। (কারযাভী: ২০০৫)

২৩. সামাজিক সচেতনতার অভাব: জঙ্গিবাদ সমাজের একটি বড় সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনের যে ধরণের গুরুত্ব দেওয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল সে বিষয়ে অসচেতনতা লক্ষণীয় এটাও জঙ্গিবাদের একটি কারণ। এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা নেই বললেই চলে। তা অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। সমাজে পারস্পরিক বিরোধিতা, অস্থিতিশীলতা, মুসলমানদের ইসলাম বিমুখতা ইত্যাদি জঙ্গিবাদের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (কারযাভী, ২০০৫)

সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করলে বা সংখ্যাগুরুর দোষ সংখ্যালঘুর উপর চাপিয়ে দিলে কিংবা একজনের দোষ অন্যজনের উপর চাপালেও জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটার সম্ভাবনা থাকে। (কারযাভী: ২০০৫)

২৪. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়: সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তারের জন্য অনেকটা দায়ী। বিশ্বায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার অপব্যবহার, আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাছাড়া পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল প্রভাব ইত্যাদি ও মানুষের মধ্যকার মানবিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার গুণ অনুশীলনের গুরুত্ব তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে।

২৫. মানবিক শিক্ষার অভাব: কিশোর-যুবকের ঘুমন্ত সত্তা জাগ্রত না হওয়ার কারণ হলো মানবিক শিক্ষার অভাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন ইত্যাদি জঙ্গি কার্যক্রমের পথ সুগম করে দিচ্ছে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম দেওয়া, সামাজিকভাবে যথেষ্ট সম্মান না দেওয়া ইত্যাদিও মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে যা জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।

২৬. রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ: দেশকে অস্থিতিশীল করে, সরকারের জনপ্রিয়তা প্রশ্নবিদ্ধ করে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে জঙ্গিরা রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়। এর দ্বারা জঙ্গিরা অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণ ও অস্ত্র ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বিশেষ করে জিহাদ ও খিলাফতের মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন

করে মানুষকে প্ররোচিত করে মানুষের অনুগ্রহ নিতে চায়। সতর্ক পর্যবেক্ষণে বুঝা যায়, জঙ্গিদের কার্যক্রম ও চিন্তা চেতনা কোনো ক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যবহার হচ্ছে না।

২৭. মগজ ধোলাই: জঙ্গিরা কিছু অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত সহজ-সরল সাদাসিধে মুসলিমকে জান্নাত পাবার লোভ দেখিয়ে কিংবা অন্যান্য পুরস্কারের কথা বলে জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট করে। যার মাধ্যমে তারা না বুঝে যে কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ পরিচালনা করে।

২৮. সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা: সাম্প্রদায়িকতার মূল কথা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ থেকেই জন্ম নেয় অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সমাজ প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়, অথচ কোন ধর্ম, কোন আদর্শই এ সর্বনাশা কাজ সমর্থন করে না। মহানবী (সা.) সমাজ থেকে সকল প্রকার অসহিষ্ণুতা দূর করেছেন এবং তাঁর সময়ে বিভিন্ন গোত্রের মানুষেরা স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করতো কেউ তাদের কোন ধরনের বাধা দিতো না। (উদ্দীন ১৯৮২: ২১)

২৯. দারিদ্র্য: দারিদ্র্যর দুঃসহ দহনে মানুষের স্বভাবসুন্দর জীবনধারা ব্যাহত হয়ে পড়ে, দারিদ্র্যর দৌরাত্মো মানুষের স্বপ্ন ও আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। দারিদ্র্য মানুষকে যখন চরমভাবে হতাশাগ্রস্থ করে তোলে, বেঁচে থাকার জন্য তখন তারা কখনো কখনো অর্থের লোভে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৩০. আগ্রাসন: অন্যায়ভাবে আগ্রাসন জঙ্গিগোষ্ঠি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যেমন সাংবাদিক সোয়াড মেকেনেটকে জঙ্গি আবু ইউসুফ বলেছিল যে, ইরাকে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। ইরাকের আবু গারীব কারাগারে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আমেরিকানদের মধ্যে এর কোন প্রভাব পড়েনি। উপরন্তু তারা আমাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করলো এবং বলে, আমরা কতই না সভ্য। (সোয়েড মেকেনেট, হোয়াট আর দ্যা রুটস অব ইসলামিক টেররিজম, ২০১৬, মূল বক্তব্য)

জঙ্গিবাদ সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের ধারণা

৬৮% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন জঙ্গি হতে নিম্নোক্ত কাজগুলো সহায়তা করে: ধর্মীয় ফোবিয়া, অর্থের লোভ, ক্ষমতার লোভ, সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ইত্যাদি। ২১% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। ৬% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন ক্ষমতার লোভ। ৩% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন অর্থের লোভ। ২% ভাগ অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব। রাসূল (সা.) বলেছে, একমাত্র দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট থেকেই দয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়। (দাউদ: ১৯৮৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় হিটলার কর্তৃক ৬ মিলিয়ন ইহুদি হত্যা বিংশ শতাব্দীতে মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ এবং বর্তমানে বসনিয়া-হার্জেগোভিনাতে, আরাকানে শত-সহস্র মুসলিম গণহত্যার শিকার হয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডকে খৃস্টীয় কিংবা বৌদ্ধ ধর্মীয় সন্ত্রাস বলা হয় না। আর ফিলিস্থিনে শিশুসহ সাধারণ নাগরিকরা প্রতিনিয়ত ইসরাইলীদের হাতে গুলি খাচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে। প্রতিদিনেই তাদের নিহত হবার শঙ্কা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আত্মরক্ষার্থে যখন তারা পাথর ছুঁড়ে মারে তখন ব্যতিক্রমভাবে চিত্রিত করা হয় মুসলিম সন্ত্রাসবাদে নামে। এই সন্ত্রাস যখন অন্যদের দ্বারা সংঘটিত হয় তাখন বলা হয় না অসহিষ্ণু ইহুদি, খৃষ্টান কিংবা বৌদ্ধ, তাদেরকে কখনই স্বীয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না।

জঙ্গিবাদের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

৯৮% ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন ইসলামে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড অবৈধ। এবং ২% ভাগ জানিয়েছেন জঙ্গিবাদীদের আংশিক কর্মকাণ্ড বৈধ বলেছেন। তাদের সম্পূরক মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যায়, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদকে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ-যুবক শ্রেণি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের মগজ ধোলাই করে একটি গ্রুপ তাদের মাথায় ইসলাম বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অন্য একটি গ্রুপ আবার ইসলামের মৌলিক ইবাদত জিহাদকে অপব্যাখ্যা করে তাদেরকে জঙ্গিবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ইসলামে মানুষ হত্যা তো দূরের কথা যে কোন ধরনের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডও অবৈধ ও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।" (আল কুরআন, ৭: ৫৬)

সন্ত্রাস বর্তমানে বিশ্বের এক প্রধান সমস্যা। এটি দমন, প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে প্রয়োজন যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ। কেবল আইন প্রণয়ন করে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়; বরং প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। আবার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শুধু জঙ্গি বা সন্ত্রাসীকে শাস্তি দিয়েই নির্মূল হয়েছে এ ধারণায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা আদৌ উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সন্ত্রাসের কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো দূরীভূত করে সন্ত্রাস সৃষ্টির সকল প্রকার পথ রুদ্ধ করার মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকার, রাজনৈতিক দল, আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং মিডিয়ার ভূমিকা উল্লেখ করা হলো:

১. কতিপয় আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন: সন্ত্রাসীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি মূলত বিভ্রান্ত। এটা খারেজী সম্প্রদায়ের কথা। আয়াতে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, হুকুম বা শরীয়তের বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলাই রাখেন, অন্য কেউ নন।

অথবা এ আয়াতে প্রকৃতির মাঝে আল্লাহ তা'আলার হুকুমই চলে—এ কথাটি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা কাফির শীর্ষক আয়াতাংশে দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথমত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইয়াহুদি কর্তৃক আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি শাস্তির হুমকি প্রদান। আর দ্বিতীয়টি হলো, খারিজীরা বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করে সে কাফির আর অন্য সকল ইমামের অভিমত হলো, ব্যাপারটি তা নয়। অর্থাৎ এতে তারা কাফির হয় না, মুমিনই থাকে। (রাযী, ১৪২০ হি.) জঙ্গিবাদ, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত প্রভৃতি অপকর্ম বিস্তৃতি লাভ করলে তা প্রতিরোধ করার জন্য ইসলাম প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। তা-ও আবার এককভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নয় বরং তার জন্য রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাগবে।

আল্লাহ তা'লা বলেন,

"বিশৃঙ্খলা সমূলে বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও।" (আল কুরআন, ৮: ৩৯)

"কেননা বিশৃঙ্খলা হত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ।" (আল কুরআন, ২: ১৯১)

"তোমরা যদি (বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) দূর করতে যুদ্ধ না করো তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দিবে।" (আল কুরআন: ৭৩)

যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্যে ইসলামের মূলনীতি হলো, "কোনো সম্প্রদায় যেন যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস কিংবা বিদ্রুপ না করে।" (আল কুরআন ৪৯: ১৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য অপর ভাইকে সন্ত্রস্থ করা বৈধ নয়।" (দাউদ: ৪৫৮)

"আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা।" (তিরমিযী: ১৯৮৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন: বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতই। অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খলা করবে সে আক্রমণকারীর শাস্তি পাবে। তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। (রহমান, ২০১১)

২. কিতাল বা জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা: ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। এর উৎস স্বয়ং আল্লাহ। তাদের এ কাজ কোন ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এবং সহাবস্থান মেনে না নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি দিয়েছে। তবে তা কার্যকর করবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি নয়।

৩. নেতার আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ: অশিক্ষিত বা শিক্ষিত নেতা যখন ইসলামের ভাবধারা মূলনীতি থেকে চ্যুত হবেন তখন তাকে আর অনুসরণ করা যাবে না। অন্ধভাবে নেতার অনুসরণ জান্নাত নয় বরং জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

৪. অমুসলিম শাসকদের হত্যা অবৈধ: বিনা কারণে অমুসলিম শাসকদের হত্যা করা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ (স.) কখনো কোনো শাসককে হত্যা তো দূরের কথা আক্রমণও করেন নাই। বরং তিনি আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন মাত্র। মানবতার জন্য হুমকি হয়ে উঠলে অমুসলিম শাসকদের হত্যা করা যাবে। অমুসলিম শাসক হত্যা তো দূরের কথা অমুসলিম কোন নাগরিককেও হত্যা করা যাবে না। "অমুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম।" (ফাতহুল কাদীর: ৩৮১)

রাসূল (সা.) বলেন:

الخلق عيال الله فاحب الناس إلى الله من احسن إلى عياله.

"সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। যে আল্লাহর পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে আল্লাহ তাকে বেশি ভালোবাসেন।" (আওসাত: ৫৫৪১)

এ সম্পর্কে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।" (নাসাই, ১৯২৫: ২০৯)

৫. মুসলিম শাসকগণকে হত্যা সম্পর্কে যুক্তি খণ্ডন: মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গ নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিলে তাদের কাফের বলা যাবে না। কারণ মুসলিম পাপ করলে কাফের হয় না এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। এছাড়া মুসলিম শাসকগণ ব্যক্তিগত আকিদা বিশ্বাসে কম-বেশি ঈমানদার। রাষ্ট্র বা সরকারের অধিকাংশ বিষয়ে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, অজ্ঞতা ঈমানী দুর্বলতা বা বিশ্বপরিস্থিতির কারণে ইসলামী আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছেন না বলে তারা গোনাহগার হবে কিন্তু কাফির হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

"যে একজন মানুষকে হত্যা করেছে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করেছে, যে একজন মানুষকে রক্ষা করেছে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করেছে।" (আল-কুরআন, ৫: ৩২)

৬. কাফির ও মুশরিকদের হত্যা সম্পর্কে যুক্তি খণ্ডন: এই আয়াত পূর্বাপর আয়াতসমূহ (১-১৫) বিশেষ এক পরিস্থিতির বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল। মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে রাসূল (সা:) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ বনু খুযা'আর ওপর গোপনে অতর্কিত হামলা করে। তখন বনু খুযা'আ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মক্কার কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের কারণে শান্তিচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাদেরকে চার মাস সময় দেওয়া হয়। বলা হয় এর মধ্যে তারা শান্তি স্থাপন বা সন্ধিতে ফিরে আসলে বা ঈমান আনলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে না এবং তাদের রক্ষার দায়িত্ব মুসলমাদের নিতে হবে। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা চুক্তিকারীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (বুখারী: ৬৯১৪)

৭. শাসক ও বিচার সম্পর্কে ইসলামের বিধান: তাদের হত্যা করো—এ কথা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। ইয়াহুদিদের কথা বলা হয়েছে কারণ তারা নিজেদের রায় বা অভিমতকে আল্লাহর আইন বলে চালিয়ে দিত ও আল্লাহর আইনকে গোপন করত। যারা আল্লাহর হুকুমকে গোপন করে নিজেদের মতামতকে আইন বলে চালিয়ে দেয় তারাই তো কাফির। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে আরাত (রাঃ) তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে বলেন,

> "এই আয়াতটি হলো ইয়াহুদিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিমরা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। বিশুদ্ধ কথা হলো, এ আয়াত দুজন ইয়াহুদির প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা ব্যভিচার করেছিলো এবং উভয়ের (বিচারের) ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর কিতাব (তাওরাত) তাদের নিজেদের হস্তে পরিবর্তন করেছিল ও বিকৃতি করেছিল।" (কাছীর: ১৪২০ হি.)

যদি কেউ কাফির সাব্যস্ত হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া হত্যা করা যাবে না। নির্দিষ্ট কোন মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। (কুরতুবী: ১৯০)

৮. ইসলামী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রের স্বল্পতা দূরীকরণ: অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন বই পড়ানো হচ্ছে যা মানুষকে মূল ধর্ম থেকে সরিয়ে জঙ্গিবাদে লিপ্ত হতে শেখাচ্ছে। কাজেই আমাদের শিক্ষা কারি-কুলামে কী কী ভুল আছে তা দ্রুত বের করে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রের স্বল্পতা দূরীকরণ করতে হবে।

৯. শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাসের অপূর্ণতা দূরীকরণ: আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সব বিষয় পড়ানো হয় তার সাথে সকল ধর্মের শিক্ষার সংযুক্তি ঘটালে বহুলাংশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। ইসলামে শিক্ষাকে ফরয করা হয়েছে।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমদের ওপর ফরয।" (ইবন মাজাহ: ২২৯)

১০. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা: জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা অত্যাবশ্যক। সমাজের প্রতিটি স্তরে এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি জাতি হওয়া উচিত যারা উত্তম কাজের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আসলে তারাই সফলকাম।" (আল কুরআন, ৩: ১০৪)

১১. সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা: ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ জন্ম নিতে পারে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে আপন-পর, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, জ্ঞানী-মূর্খ, সবল-দুর্বল, স্বজাতি-বিজাতি সবাই সমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার জন্য আদেশ দেন এবং নিশ্চয় তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন।" (আল কুরআন, ১৬: ৯০)

১২. পছন্দ অনুযায়ী নয় বরং সকল সঠিক দলিল গ্রহণ করা: ইসলামী শরিয়ত পুরোটাই কল্যাণ। তাই কোন অংশ বাদ দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ .

> "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত মুহকাম। এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন করার প্রবণতা রয়েছে তারাই মুতাশাবিহ'আয়াতগুলোর অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।" (আল কুরআন, ৩: ৭)

১৩. কুরআন বা হাদীসের কোনো বিধান, বাক্য, অক্ষর বা অর্থকে রহিত দাবী করতে হলে ঠিক অনুরূপ মুতাওয়াতির কোন নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হতে হবে। (নাইফ: ২০০৫)

১৪. সঠিক ব্যাখ্যার নিমিত্তে ইজতিহাদ: কাউকে খুশি করার জন্য নয় বরং প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরার জন্য মুসলিমদেরকে *গভীর ভেতর* থেকে সমস্যা নিরূপণ করে তা সমাধানের লক্ষ্যে ইজতিহাদ করতে হবে যা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না

এবং যার দ্বারা মানুষের কল্যাণের মাধ্যমে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে, "কোনো বিষয়ের সঠিক স্বরূপ উন্মোচন করা এবং একে যেকোনো নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করা।" (কাল'আজী ও কানিবি, ১৯৮৮)

১৫. বাইআতের সঠিক ব্যাখ্যা: বাইআত হলো রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ। বাইআত এর উদ্দেশ্যই সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও অকল্যাণ দূরীকরণ। যে সকল হাদীসে বাইআত এর আলোচনা হয়েছে, সেখানে মুমিনদেরকে বিদ্রোহ, হানাহানি বা ক্ষমতা দখলের অবৈধ প্রক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (আসকালানী, ৭)

১৬. দীনের বিজয়ের সঠিক ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে দীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করার কথা বলেছেন। এর দ্বারা জোর করে কিংবা অবৈধ উপায়ে ইসলামকে বিজয় বা প্রকাশ করতে বলা হয়নি, বরং সত্য দীনের দিকে আহ্বান করার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যারা দীন বুঝবে তারা মেনে নিবে আর যার ইচ্ছা নিজ ধর্মে থাকতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

"তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দ্বীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।" (আল কুরআন, ৯: ৩৩)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: শেষ যুগে ঈসা (আ.) এর পুনরাগমনের মাধ্যমে আল্লাহ এ দীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশ দান করবেন। তখন সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ এ দীন গ্রহণ করবে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই হবে। (তাবারী, ১৪০৫ হি.)

১৭. সচেতনতা বৃদ্ধি: জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। এ দোষ অন্যের উপর চাপানোর প্রবণতা পরিহার করতে হবে। সকলের কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে মার্জিত এবং উদার হতে হবে এবং ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৮. মূল্যবোধ সুরক্ষা: প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। কাজেই সকল ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। সঠিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষকে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দেখা যায় না। রাসূল (সা.) বলেন: "সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সেই আল্লাহর অধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারকে ভালোবাসে।" (আলবানী, ১৯৮৫)

১৯. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন: মানুষে মানুষে হানাহানি, কাটাকাটি কখনই মানব সমাজের অগ্রগতির জন্য সহায়ক নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেমন অপরিহার্য তেমনি আমাদের জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও এটি একান্ত প্রয়োজনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে।" (আল-কুরআন ৪৯: ১৩)

বর্ণভেদ, ধর্মভেদ, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব দূর করতে পারলেই বিশ্ব শান্তি স্থাপন করা সম্ভব।

২০. বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ: মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করে অত্যন্ত সতর্কতা ও ধৈর্যের মাধ্যম জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে। তাহলেই তা পুরোপুরি বিনষ্ট হবে। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়েছে কিছুটা ধর্মীয় আবহে। ধর্মীয় ভাবেই একে প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু এই কথাগুলো যদি ধর্মানুশীলনকারী বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা প্রচার করে তাতে সুফলতা পাওয়া যাবেই না উল্টো এ সকল সোচ্চার ব্যক্তিদেরকে তাদের লক্ষ্যে পরিণত করার রসদ পেয়ে যাবে। তাই জঙ্গিবাদ দূরীকরণের জন্য আলেম সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সুপারিশমালা

৯৩% সাক্ষাতকারদাতা জানিয়েছেন জঙ্গিবাদ দমনে নিম্নোক্ত উপায়গুলো সবচেয়ে বেশী কার্যকর: সামাজিক সচেতনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন, মূল্যবোধ সুরক্ষা, ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন ইত্যাদি। আমরা যখন স্বীকার করব যে মধ্যমপন্থা হচ্ছে সকল প্রকার চরমপন্থা সম্পূর্ণরূপে দমনের মাধ্যম, তখন আমাদের সে সম্পর্কে জানতে হবে, সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমাদের অজ্ঞতার তিমির থেকে বেড়িয়ে এসে জ্ঞানের আলো ঝলমল রাজপথে বিচরণ করতে হবে। সকল ধর্মের সব মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অকল্যাণ দূরীভূত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। ইসলাম ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় সকল সন্ত্রাস ও বিপর্যয় নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি ইসলাম মানব সমাজের ন্যায়নীতি, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ওপর অধিক জোর দিয়েছে। যারা ইসলামের নামে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তারা ইসলামী চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের উপায় ও সমাধানের পথ বেগমান করতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. পরিবারের সদস্যদের মাঝে এবং সমাজের প্রতিটি সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. শিক্ষাঙ্গনে বাংলার উদার মানবিক ধারার সংস্কৃতি চর্চার পথ খুলে তা বেগবান করতে হবে।

৩. জনগণকে সম্পৃক্ত করে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন করতে হবে।

৪. আলিম-ওলামা ও শিক্ষিত লোকজনের উচিত দেশে কোন মতাদর্শের আবির্ভাব হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে দেশের অধিবাসীদের সচেতন করা।

৫. ইসলামের স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. সকল ধরনের জাতিগত নিপীড়ন জাতিসংঘের ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আওতার মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে। ফিলিস্তিন ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের যাবতীয় ইস্যু ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষতার সাথে সমাধান করতে হবে।

৭. তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের নীতিমালা করতে হবে।

আবিষ্কার

১. ইসলামে ধ্বংসাত্মক যে কোনো কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

২. ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করার অনুমতি দেয় না;

৩. ইসলাম একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যকে প্রদানের অনুমতি দেয় না;

৪. ইসলাম কোনো ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠীকে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম বরং সব রকমের জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদ সুরক্ষাকে প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে মূলনীতি প্রদান করেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের ব্যাপক আবেদন থাকা সত্ত্বেও হিংসা ও স্বভাবজাত শত্রুতাবশতা ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলিমদের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ যে কোন দেশে যুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম ও বল প্রয়োগ ব্যাপারটি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত আর ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয় বরং চরম বিরোধী। তাই যারা জিহাদের নামে মানুষ হত্যা, ভয়-ভীতি, শান্তি-নিরাপত্তায় বাধা প্রদান, আত্মঘাতী আক্রমণ, বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তারা ইসলামের শত্রু। ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখানে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। তাছাড়া গুটিকতক

তথাকথিত মুসলিমের কর্ম বিচার করে ইসলামকে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত করা কখনোই উচিত হবে না। জঙ্গিবাদ সমূলে উৎপাটন করার জন্য এখনি প্রয়োজন সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

তথ্যসূত্র

আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ (২০০৯)। ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ শীর্ষক প্রবন্ধ। ইসলামিক সেন্টার সেমিনার প্রবন্ধ-২০০৯, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার।

আব্দুল্লাহ, আব্দুল আযীয ইবনে (২০০৩)। আল ইরহাব আসাবুহু ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ, মাজাল্লাতুল বুহুছ আল ইসলামিয়্যাহ, সউদি আরব, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, সংখ্যা-৭০, পৃ.১০৮-১০৯

আলী, মোহাম্মদ ও অন্যান্য (২০০০)। সম্পাদিত, *বাংলা-ইংরেজি অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২১৬

আল-কামসুল আসরী। *ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস*, দারুল জাইল, বৈরুত, পৃ. ২৬৫

আল-কাসানী, (২০০০)। বাদায়ে, খণ্ড ৭, বৈরুত দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১১৩; ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ৪, পৃ. ৩৮১

আল মু'জামুল আওসাত (১৯৯৫)। বৈরুত, দারুল ইফতা, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬

আসকালানী, আহমদ ইবনু হাজার। *ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, বৈরুত:দারুল ফিক্বর, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৭

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন (১৯৮৫)। মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, হাদীস নং-৪৯৯৯

আহমদ, রিয়াজ (২০০৮)। *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, পৃ. ২৬২

ইমাম তিরমিযী, (১৯৮৩)। আস-সুনান, অধ্যায় : আদ-দিয়াত আন রাসূলুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম., অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী তাশদীদি কতলিল মু'মিনি, বৈরুত : দারুল ফিকর, খণ্ড ২, পৃ.৪৫

ইসলাম, মুহাম্মাদ কাবীরুল (২০১৪)। জিহাদ ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, রাজশাহী, শ্যামলবাংলা প্রকাশনী।

ইবনু কাসীর, (১৯৮৮)। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ*, কায়রো: দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হি, খৃ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭

কারযাভী, ইউসুফ আল।

উদ্দীন, আ. ত. ম. মুছলেহ (১৯৮২)। আরবী সাহিত্যর ইতিহাস, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২১

উদ্দিন, আ. ন. ম. রইছ (২০০৯)। *তানভীরুল কুরআন*, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, পৃ. ২৭

কাল,আজি, মুহাম্মদ রাওয়াস ও কানিবি, হামিদ সাদিক (১৯৮৮)। মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, বৈরুত: দারুন নাফা'য়িস, পৃ. ১৪৩

কুরতুবি, ইমাম (২০০৩)। আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, খণ্ড ৭, পৃ. ২২৬

কারযাভী, ইউসুফ আল (১৪১২ হি.)। *আল সাহওাতুল ইসলামিয়া বাইনাল জুহুদি ওয়াত তাতাররুফ*, কায়রো : দারুস সাহওয়া, পৃ. ৩৩-৩৬

কারযাভী, আল্লামা ইউসুফ আল (২০০৪)। *উপেক্ষা উগ্রতার ও বেড়াজালে ইসলাম*, অনুবাদক ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, পৃ. ১২৭-১৩০

কারযাভী, ইউসুফ আল (২০০৫)। *ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুনঞ্জী, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, পৃ. ৮৭

কাছীর, ইবন (১৪২০ হি.)। *তাফসীরুল কুরআানিল আযীম*, লেবানন, বৈরুত, দার তায়্যিবা, ৩খ, পৃ. ১১৩

কুরতুবী, মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল। *আল-জামিলি আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত ৬খ., পৃ. ১৯০

খান, শাহাদাৎ হুসাইন (২০১২)। সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান। ঢাকা: ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩২

খান, এমদাদুল হক (২০১৩)। জিহাদ মানে কি সন্ত্রাস? প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

গ্রহাস, নাইক (২০১৫)। কজেস অব টেরিজম, ২০১৫, ৯৭

তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনু জারীর (১৪০৫ হি.)। *জামিউল বায়ান*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৪ খণ্ড, পৃ. ২১৫-২১৬

তিরমিযি, আবু ঈসা আত। *আস সুনান*, মিসর : দারুল হাদীস, তা.বি., হাদীস নং : ২২৬৯

থানবী, আশরাফ আলী। *বয়ানূল কুরআন*, ২য় খণ্ড, ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, তা. বি.পৃ.২৪৯

দাউদ, ইমাম আবু। আস-সুনান, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: মাই ইয়াখুযুশ শাইআ'আলাল মিযাহি, বৈরুত : দারুল কিতাব-আল-আরাবিয়্য, তা.বি., খণ্ড ৪, পৃ. ৪৫৮

দাউদ, ইমাম (তা.বি.)। আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আদাব,অনুচ্ছেদ : ফির রাহমাতি, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবিয়্যা, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, পৃ. ৫৪১

নাইফ, মুহম্মদ সুরুর বিন। *আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ওয়া আহলুল গুলু*, ব্রিটেন : বার্মিংহাম, দারুল আরকাম, ২য় প্রকাশ, পৃ. ১২৩

নাবীল, আহমদ। *দাউলার আসল*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ১১৩

নোমান, মোহাম্মদ আবু (২০১৬)। জিহাদ জঙ্গিবাদ নয়, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মুসতাফা, ইবরাহীম ও অন্যান্য। *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, বৈরুত : দারুদ দা'ওয়াহ, তা. বি., খণ্ড ১, পৃ. ৩৭৬

বদর, আব্দুল মুহসিন ইবনু হামদ আল ইব্বাদ আল (২০০৩)। *বিআইয়ে আকলিন ওয়াদ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান, (*১৪২৪ হি.), রিয়াদ : দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, পৃ. ৬

বিশ্বাস, নরেন (২০০৮)। *বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করনের ৩য় মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি, পৃ. ১৫৩

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (২০০০)। *সংসদ বাঙালা অভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৮০৪

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (১৯৯৮)। সংকলক এবং শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পা. মাজাহ, ইবন *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৯

মাদখালী, যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল (১৪১৮ হি.)। *আল ইরহাব ওয়া-আছারুহ আলাল আফরাদ ওয়াল উমাম*, দাম্মাম : দারু সাবীলিল মুমিনীন ১ম প্রকাশ, পৃ. ১০

মুসলিম, ইমাম (তা.বি.)। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : তাহরিমুজ জুলুম (১৯৯৪), বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা.বি, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৯

রফিক, আহমদ (২০১৭)। ইন্টারনেটের অপব্যবহার, ঢাকা: রিতা পাবলিশার্স, পৃ. ৪১

রহমান, মো: মুখলেছুর (২০১১)। গোড়ামী ও চরমপন্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর (২০০৯)। *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*,ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনি, পৃ. ৭১

রহমান, মুহাম্মদ ফজলুর (২০০৯)। *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

রাযী, ফখরুদ্দীন আল (১৪২০ হি.)। *মাফতীহুল গায়ব*, বৈরুত, দার ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, ১২ খ, পৃ. ৩৬৭

শরীফ, আহমদ সম্পাদিত (১৯৯৬)। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫৪১

শরীফ, আহমদ (১৯৯৬)। সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২৬

*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (*১৯৯৭)। কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, একবিংশতম মুদ্রণ,পৃ. ৯৬১

হক, এ. এফ. মো. এনামুল (২০০৪)। মূল্যবোধ কি এবং কেন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃ. ০৫

হক, মুহাম্মদ এনামুল ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি সম্পাদিত (২০০০)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ১১১৩

হক, মুহাম্মদ এনামুল ও অন্যান্য সম্পাদিত (১৯৯২)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫৭৩

Ali, Mohammad and others (1994). *Bangla Academy Bengali English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, P. 786

Ilustrated Oxford Dictionary, London Dorling Kindersley Limited, 2006, P. 859

Hornby, A. S. (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Oxford University Press, 5th edition, P. 738

Moghaddam, A., & Marsella, A, 1. (Eds.) (2003). Ul1derstOl/(ling terrorism, PsrcllOsocial roots, consequences, and inten'entions. Washington. DC: American Psychological Association.

Marsella, A. 1. (2003). Reflections on international terr0l1sm: Issues, concepts, directions. In F. Moghaddam & A. 1. Marsella (Eds.), Understllnding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and interventions (pp. 11-48). Washington. DC: American Psychological Association.

Moghaddam F. (2003). Cultural pre-conditions for potential terrorist groups: Terrorism and societal change. In F. Moghaddam & A. J. Marsella (Eds.), Understanding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and intelw'ntions (pp. 103-118). Washington, DC: American Psychological Association.

The New Encycopaedin Britinica (USA: 2002), Vol: 2, P. 650